মাসিক পানি পরিক্রমা
(MASIK PANI PARIKROMA)

[পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক মুখপত্র]

জুলাই - আগস্ট ২০১৮ খ্রিঃ / আষাঢ়-শ্রাবন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সভায় বক্তৃতা করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

৩০ আগস্ট ২০১৮ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) শাখা কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান ওয়াপদা ভবনস্থ, বোর্ডের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেন, দেশ স্বাধীনের পর পণ্ডিত বা সুধী সমাজের কেউ কেউ তখন বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করতেন। বঙ্গবন্ধু তাদের বলেছিলেন-'আমি মারা যাবার পর তোমরা হয়তো বলবে আমি ভালো প্রশাসক ছিলাম না। কিন্তু তোমাদেরকে একটি পাসপোর্ট দিয়ে গেলাম, এটা তো অস্বীকার করতে পারবে না'। সেজন্য বলবো, আজও যারা ষড়যন্ত্র করছেন তাদের হাতেও কিন্তু এই স্বাধীন বাংলাদেশেরই পাসপোর্ট, যারা বিদেশে অ্যাসাইলাম বা নিরাপদ আশ্রয় নিচ্ছেন তাদের হাতেও কিন্তু ওই বঙ্গবন্ধুরই দিয়ে যাওয়া পাসপোর্ট। কাজেই যারা বঙ্গবন্ধুকে পছন্দ করেন না কিংবা তার সমালোচনা করেন,তারাও কিন্তু এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারবেন না। বঙ্গবন্ধু জানতেন তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এরকম কোনো জাতীয়তাবাদী নেতাকেই '৬০ থেকে '৭০ বা '৮০ দশকের ওই সময়ে কাউকেই পৃথিবীতে টিকে থাকতে দেয়া হয়নি। এর ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু ,ভুট্টো ও ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছিল। ওই অপশক্তি আজও আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চায়। ওই অপশক্তির বিরুদ্ধে আজও আমাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে। যে সংগ্রাম বঙ্গবন্ধু শুরু করে গিয়েছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, আমরাও চেষ্টা করছি এই সংগ্রামে ক্ষুদ্র অবদান রাখার।

মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেভাবে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সেভাবে অর্জিত হয়নি। এই দেশ স্বাধীন হয়েছে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ এবং ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ ও কোটি মানুষের নির্যাতন নিপীড়নের বিনিময়ে, একথা প্রায়শই আমরা ভুলে যাই। স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব না হলে আজ আমরা যে অবস্থানে আছি সেখানে থাকা সম্ভব হতো না। দেশের প্রতিটি প্রান্তের সঙ্গে রাজধানীর এই সংযোগ স্থাপনও সম্ভব হতো না।

মন্ত্রী আরও বলেন, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এটাকে কাজে লাগাতে হবে। স্বাধীনতার আগের রাজনীতি ছিল ভঙ্গুর, আমরাই রাস্তায় ভাংচুর করেছি, আন্দোলন করেছি। এখন নতুন করে দেশটাকে গড়তে হবে। দেশ গড়ার দায়িত্ব ১৭ কোটি মানুষের। দেশের উন্নয়ন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও চিন্তা-চেতনা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সকলকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে তরুণ সমাজকে আরও বৃহৎ স্বপ্ন দেখাতে হবে।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম বলেন, একজন মহামানবের আগমনে এই দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারাই ছিল বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। পোড়া মাটির দেশটাকে বঙ্গবন্ধু যখন গড়ছিলেন তখনই ঘাতকরা তাকে হত্যা করে। অনেকে বলেন ভাগ্যের কারণেই বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা বেঁচে গেছেন। আমি বলি না, দেশের মানুষের জীবনমান উন্নতির নেতৃত্ব দেয়ার জন্যই স্বয়ং আল্লাহই তাঁদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে আত্মপরিচয় ও একটি মর্যাদাশীল জাতি রাষ্ট্র দিয়ে গেছেন। স্বাধীনতার পর দেশ কিভাবে সামনে পরিচালিত হবে চার মূলনীতির মাধ্যমে সেই দিক-নির্দেশনাও তিনি দিয়ে গেছেন । বঙ্গবন্ধুকে হত্যা মানে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করার শামীল। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি।

আলোচনা সভা ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ শাখার সভাপতি বাপাউবো'র মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান বলেন, আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বিশ্বাস করে থাকি তাহলে কাজেও সেটা প্রমাণ করতে হবে। কারণ বঙ্গবন্ধু নিজের জন্য আন্দোলন করেননি, জেল খাটেননি, জীবন দেননি। জাতির জন্য, আমাদের জন্যই তিনি তার জীবন দিয়ে গেছেন।

আলোচনার শুরুতে ১৫ আগস্টের শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ বাপাউবো শাখার সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মাইনুর রহমান।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত রক্তদান কর্মসূচী পালিত

সভায় বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

১৪ আগস্ট ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডস্থ ওয়াপদা ভবন অঙ্গনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচী এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ এর ১৫ ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যাকান্ডের মাধ্যমে মানবতার হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে যারা প্রধান অন্তরায় ছিল, তারাই পাকিস্তানের বর্বর হানাদার বহিনীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে ৩০ লাখ মানুষের হত্যাকান্ডের সাথে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শেষ পর্যায়ে এসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা বুঝতে পেরেছিল স্বাধীনতা ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না তখন তারা এ দেশের মেধাবী সন্তানদের হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হয়। যেন স্বাধীন বাংলাদেশ কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার বলেন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বাঙালি জাতির জনক বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের মাধ্যমে প্রকারান্তরে বাংলাদেশকে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সকল অর্জনকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। হত্যা করতে চেয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বকে। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু আজ সব কিছুর উর্ধ্বে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মৃত্যুঞ্জয়ী। তিনি আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তিনি আছেন আমাদের অন্তরে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণসহ বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

রক্তদান কমূসূচী পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার

পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় কচা নদীর ড্রেজিং কাজ উদ্বোধন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিদর্শন বাংলোর নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

২১ জুলাই ২০১৮ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ভান্ডারিয়া উপজেলায় কচা নদীর ড্রেজিং কাজ উদ্বোধনসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি পরিদর্শন বাংলোর নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পূর্ব ভান্ডারিয়ায় সড়ক ও জনপথ বিভাগের পরিদর্শন বাংলোর পাশে পাউবো'র ব্যবস্থাপনায় উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প সিআইপি-১ এর অর্থায়নে এ বাংলো নির্মিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বাপাউবোর্ডের মহাপরিচালক, মোঃ মাহফুজুর রহমান, অতিরিক্ত মাহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) খন্দকার খালেকুজ্জামান, প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল সরদার সাজেদুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল মোঃ রমজান আলী প্রামানিক, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ মোহাম্মদ আবু সাঈদ আহম্মেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন শেষে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। বাংলো নির্মাণে জমি অধিগ্রহণ ও ভবন নির্মাণ খাতে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ভবনটিতে পাউবো'র উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ও থাকবে।

৩০ লক্ষ শহীদের স্মরণে ৩০ লক্ষ বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

১৬ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ৩০ লক্ষ শহীদের স্মরণে ৩০ লক্ষ বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান কুমিল্লায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস চত্তরে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন। বৃক্ষ রোপণ উদ্বোধন শেষে মহাপরিচালক বলেন, পানি আমাদের জীবনে যেমন অপরিহার্য তেমনি বৃক্ষও পরোক্ষভাবে আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য। পৃথিবীতে বৃক্ষ না থাকলে মানবজীবনের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত। বনজ গাছ আমাদের আসবাবপত্র তৈরিতে সহায়তা করে, ফলজ গাছ আমাদের পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে, আর ঔষধি গাছ আমাদের চিকিৎসায় সহায়তা করে। সর্বোপরি গাছ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে নিবীড়ভাবে জড়িত। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে একটি ফলজ, একটি বনজ ও একটি ঔষধি গাছ রোপণ করার আহ্বান জানান। এ সময়ে কুমিল্লা জোনের প্রধান প্রকৌশলী বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ জহিরুল ইসলাম, কুমিল্লা পওর বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আবদুল লতিফসহ পানি উন্নয়ন বোর্ড কুমিল্লা দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

বৃক্ষ রোপণ করেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান

অতিরিক্ত মহাপরিচালক খন্দকার খালেকুজ্জামান এর খুলনা ও যশোর জেলার উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন

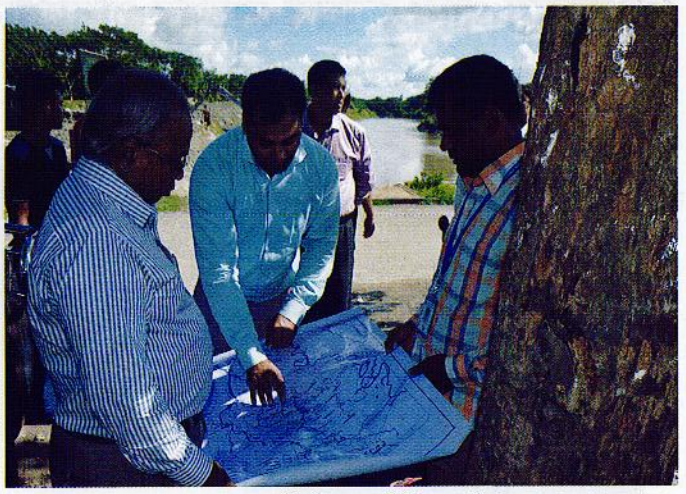

পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক খন্দকার খালেকুজ্জামান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

১৪ জুলাই ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক খন্দকার খালেকুজ্জামান এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তাগণ 'বি এন এস তিতুমীর সংলগ্ন ভৈরব নদীর ডানতীরে ৪৬৫ মিটার নদীর তীর সংরক্ষন' প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন এবং কাজের মান নিয়ে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য অনুমোদিত DPP অনুযায়ী প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৫৭৭.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির শতভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বানৌজা) তিতুমীর ও খুলনা এলাকা ভৈরব নদীর ভাঙ্গনের কবল হতে রক্ষা পেয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং নদী ভাঙ্গনের হাত হতে জনসাধারনের জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রধান প্রকৌশলী দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী যশোর পওর সার্কেল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী খুলনা পওর সার্কেল, নির্বাহী প্রকৌশলী খুলনা পওর বিভাগ-১ এবং বাপাউবো এর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) পরবর্তীতে যশোর জেলার অভয়নগর ও মনিরামপুর উপজেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন এলাকাসহ মুক্তেশ্বরী নদীতে (১৯৬২-৬৩ সালে) নির্মিত ভবদহ ২১-ভেন্ট ও ৯-ভেন্ট স্লুইসগেট পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি হরি-মুক্তেশ্বরী নদীতে চলমান আপদকালীন পাইলট চ্যানেল খনন কাজ পরিদর্শন করেন এবং যথাসময়ে খনন কাজ সমাপ্তির জন্য কার্যকরী দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি বিল খুকশিয়ায় পরিচালিত TRM (Tidal River Mnagement) এর পরবর্তিত অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং সেখান থেকে মনিরামপুর উপজেলার TRM এর জন্য পরবর্তি প্রস্তাবিত বিল কাপালিয়া পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে লুৎফর রহমান প্রধান প্রকৌশলী দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, অখিল কুমার বিশ্বাস তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী যশোর পওর সার্কেল, প্রবীর কুমার গোস্বামী নির্বাহী প্রকৌশলী যশোর পওর বিভাগ ও উক্ত বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড শাখার কার্যনির্বাহী কমিটি পুনর্গঠিত

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

০৬ আগষ্ট ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এর সভাকক্ষে বঙ্গবন্ধু পরিষদ বাপাউবো, শাখার কার্য নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান কে সভাপতি ও খন্দকার মাইনুর রহমান কে সাধারন সম্পাদক করে ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ রেজাউল করিম, মোঃ মইনউদ্দিন, মোঃ নূরে হেলাল ও সুলতান আহম্মদ কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হলেন

খন্দকার মঞ্জুর মোর্শেদ, মোঃ মনিরুজ্জামান, মোঃ আবু তালিব প্রাং, মোঃ আব্দুল বাতেন, মোঃ নুরুল হক, মোঃ রফিকুল ইসলাম শিকদার, মোঃ আবুল কাওসার, মোঃ ফারুক ভুঞা, মোঃ ইনামুর রহমান, পলাশ চন্দ্র সরকার, গোলাম ফারুক আহমেদ, দেওয়ান আইনুল হক, খন্দকার আবু সাইদ, প্রণয় কুমার প প্রামাণিক, মুন্সী এনামুল হক, মোঃ দিদারুল আলম, সৈয়দ হাসান ইমাম, মানস কুমার সাহা, মোঃ আনোয়ারুল কামাল, মোঃ মাহফুজুর রহমান, মোঃ মনিরুল ইসলাম, মোঃ শামছুর রহমান, এ,কে,এম রফিকুল ইসলাম, সুভাষ বর্মন, মোঃ জাহিরুল হক নূর, মোঃ আব্দুল হামিদ, মোঃ খোরশেদ আলম, এ,এস,এম আমিনুর রশিদ, মোঃ মহসিন ও শহিদুল হক। পরে পরিষদের পক্ষ হতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর পরিষদ কৃর্তক পুষ্পস্তবক অর্পণ

সুনামগঞ্জ জেলায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে হাওড় এলাকায় বোরো ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সাফল্যঃ

জুলফিকার আলী হাওলাদার
প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, সিলেট

জুলফিকার আলী হাওলাদার

হাওড় অঞ্চলের নির্মিত বাঁধ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ জেলায় স্মরণকালের ভয়াবহ আগাম বন্যার কারণে জেলায় বোরো ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে উক্ত সময়কালে খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়। জিডিপি এর উপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পানি সম্পদ খাতে সুনামগঞ্জ জেলায় আগাম বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি হতে বোরো ফসল রক্ষার জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

২০১৭ সালের আগাম বন্যার কারণে ফসলহানির জন্য হাওড় এলাকায় বোরো ফসল রক্ষার নিমিত্তে ডুবন্ত বাঁধ মেরামত ও পুনঃ নির্মাণ কাজের জন্য কাবিখা নীতিমালা-২০১০ আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়। এ নীতিমালায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে অন্তর্ভূক্তকরণ-পূর্বক জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে কাবিটার আওতায় হাওড় এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরো সুনির্দিষ্টভাবে সম্পৃক্ত করা হয়। কাবিট-ার সকল আর্থিক কর্মকান্ড উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে শাখা কর্মকর্তার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়। সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকল্পে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠনপূর্বক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়াও চলমান কাজ সঠিকভাবে মনিটরিং করার জন্য পাউবো ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির নিবিড় তদারকীতে কাজসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়।

সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ এর আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সুনামগঞ্জ জেলায় অনুন্নয়ন রজস্ব খাত ও উন্নয়ন খাত মিলে সর্বমোট ৯৬৫টি পিআইসির মাধ্যমে ৩৭টি হাওড় ও ১৬টি অন্যান্য উপ-প্রকল্পের সর্বমোট ১৩৫০ কি.মি. ডুবন্ত বাঁধ মেরামত ও পুনঃ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করায় হাওড়ের বোরো ফসল রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ জেলায় হাওড় এলাকার পানি নামার ক্ষেত্রেও মারাত্মক স্লথগতি পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে হাওড়ের পানি নিষ্কাশনে কিছু সংখ্যক হাওড় এ অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন ও রেগুলেটর মেরামতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্নের পর জানুয়ারীর মাঝামাঝি সময় হতে আরম্ভ করে ১৫ মার্চ ২০১৮ এর মধ্যে মাত্র ২ মাস সময়ে এ বিশাল পরিমাণ কাজ সমাপ্ত করা হয় যা, একটি অভূতপূর্ব সাফল্য। সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ড, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় জনসাধারণ, গণমাধ্যম প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় এ বিশাল পরিমাণ বাঁধ নির্মাণ কাজ যথাযথভাবে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। ফলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সুনামগঞ্জ জেলায় ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ছাড়িয়ে যায় এবং প্রায় ১২.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন সম্ভব হয় (সূত্রঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ) যার বর্তমান বাজার মূল্য ৩১২৫ কোটি টাকা যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় বিশাল ভূমিকা রাখে এবং সুনামগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও পানি সম্পদ মন্ত্রনালয় তথা সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

হাওড় অঞ্চলের বাম্পার ফসল

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) পদে যোগদান

মোঃ দেলোয়ার হোসেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধান প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (পওর), বাপাউবো, ঢাকা পদে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে বি.এসসি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ২০১২ সালে এম.এসসি. ইন ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং (Coastal Hydraulics) ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর চাকুরী জীবনে তিনি পরিকল্পনা, নকশা ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্পে সাফল্যের সাথে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বিশ্ব ব্যাংকের ঋণসহাতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বৃহৎ ও গুরুত্বপর্ণ প্রকল্প Coastal Embankment Improvement Project Phase-I (CEIP-I) এর প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দক্ষতার সাথে প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ চাকুরীকালীন সময়ে তিনি কানাডা, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, থাইল্যান্ড, নেপালসহ দেশ বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন মাদারীপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (IEB) এর আজীবন সদস্য।

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম জোনে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) কাজী সাখাওয়াত হোসেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

২১ জুলাই, ২০১৮খ্রিঃ তারিখে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম জোনে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রস্তুত, নীতিমালাসহ ইত্যাদি বিষয়ের উপর এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এপিএ সংক্রান্ত ২০১৮-১৯ এর নির্দেশিকা এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৭ এপ্রিল, ২০১৮খ্রিঃ তারিখের এপিএ কমিটির সভার ৪নং সিদ্ধান্ত অনুসরণে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ,কে,এম, সামছুল করিম, প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজী সাখাওয়াত হোসেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাপাউবো, ঢাকা। উক্ত কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন মো: আনোয়ারুজ্জামান, পরিচালক (অর্থনীতি), চীফ মনিটরিং এর দপ্তর এবং মোহা: ইউসুফ হারুন খান, প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। কর্মশালায় সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন মোহাম্মদ শহীদ উদ্দিন, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম। কর্মশালায় মো: ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল, মো: রুহুল আমিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অ:দা:) কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল, চট্টগ্রাম জোনের আওতাধীন সকল নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয়/সহকারী প্রকৌশলী, সহ:পরিচালক ও শাখা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রধান আলোচক ও অন্যান্য প্রশিক্ষকবৃন্দ এপিএ এর গুরুত্ব, প্রণয়ন পদ্ধতি, নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

জাতীয় উন্নয়ন মেলা, ২০১৮ এর ঢাকার স্টল পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রপালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ *পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব উন্নয়ন মেলা পরিদর্শন করছেন*

৪-৬ অক্টোবর এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ তে দেশব্যাপী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জেলা পর্যায়ে ঢাকা জেলাসহ ৬৪ টি জেলায় এবং ৬৩ টি উপজেলায় মোট ১২৭ টি স্টল অংশগ্রহণ করে। কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় মেলার স্টল পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণা-লয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান ।

দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাফল্য নিম্নরূপঃ

জেলা পর্যায়ঃ

নরসিংদী - নাগরিক সেবায় প্রযুক্তি (১ম), সিরাজগঞ্জ- সেরা স্টল ও সেরা অবকাঠামো (১ম), নারায়ণগঞ্জ (১ম), নেত্রকোনা-সেরা স্টল (১ম), বগুড়া-সেরা স্টল (১ম), বরগুনা- প্রকৌশল (১ম), রাজবাড়ী-ডেভেলপমেন্ট রিপ্রেজেন্টশন (১ম), নড়াইল-স্টল সজ্জা (১ম), মাদারী-পুর - সেরা স্টল (২য়), ভোলা- ২য় পুরস্কার, হবিগঞ্জ- আকর্ষণীয় স্টল (৩য়), মৌলভীবাজার-স্টল সজ্জা (৩য়), সুনামগঞ্জ -স্টল সজ্জা (৩য়), বরিশাল-সরকারি প্রতিষ্ঠান (প্রকৌশল ও অবকাঠামো) (৩য়), পাবনা-স্টল সজ্জা (৩য়), পটুয়াখালী- ৬ষ্ঠ স্থান, খুলনা- অন্যতম সেরা স্টল, নীলফামারী - শ্রেষ্ঠ স্টল (বিশেষ),পিরোজপুর ১০ম।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক উন্নয়ন মেলা পরিদর্শন করছেন

উপজেলা পর্যায়ঃ

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলা-বিশেষ অবদান, ভোলার তজুমুদ্দিন উপজেলা- সেরা স্টল (১ম), ভোলার চরফ্যাশন উপজেলা - ১ম পুরস্কার, ভোলার লালমোহন উপজেলা-১ম পুরস্কার, পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলা-১ম পুরস্কার, মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলা - সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (যৌথভাবে ২য়), সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ উপজেলা - সরকারি প্রতিষ্ঠান (২য়), ভোলার মনপুরা উপজেলা- ২য় পুরস্কার, সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা -প্রকৌশল (৩য়), চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলা - সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (৩য়), পাবনার বেড়া উপজেলা- শ্রেষ্ঠ স্টল (৩য়)।

১ম স্থান অধিকারী নরশিংদী জেলা

১ম স্থান অধিকারী সিরাজগঞ্জ জেলা

১ম স্থান অধিকারী নারায়ণগঞ্জ জেলা

১ম স্থান অধিকারী বগুড়া জেলা

১ম স্থান অধিকারী নেত্রকোনা জেলা

১ম স্থান অধিকারী নড়াইল জেলা

১ম স্থান অধিকারী রড়গুনা জেলা

১ম স্থান অধিকারী রাজবাড়ী জেলা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

১৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ হতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

এ উপলক্ষে গ্রীণ রোডস্থ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অংগন থেকে এক শোক র‍্যালি বের করা হয়। শোক র‍্যালিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান নেতৃত্ব দেন। শোক র‍্যালি শুরুর প্রাক্কালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে প্রতিহত করার দৃঢ় শপথের মধ্য দিয়ে সারাদেশে আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হচ্ছে। এ দিন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বরণ করছে সমগ্র জাতি। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের খুনিদের প্রেতাত্মা এবং স্বাধীনতা বিরোধী জঙ্গি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ গড়ার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ ও ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার

পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

পুষ্পার্ঘ্য অর্পণে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনসংযোগ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : এ,কে,এম নজরুল ইসলাম খান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.publicity@gmail.com ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd